দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 29 NOV 1996
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

মাঝপথে সিলেবাস পুনর্বিন্যাস

শিক্ষার্থীরা বিপাকে

মইনুল হাসান ।। মাধ্যমিক স্তরে মাঝপথে সিলেবাস ও নম্বর পুনর্বিন্যাসের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ নির্দেশ লইয়া শিক্ষার্থীরা বিপাকে পড়িয়াছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও ঐ নির্দেশের পর উদ্বিগ্ন। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড মন্ত্রণালয়ের ১৩ই নভেম্বরের ঐ নির্দেশের প্রেক্ষিতে জরুরী বিজ্ঞপ্তি মারফত ঘোষণা করিয়াছে যে, ১৯৯৮ সনে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষায় আবশ্যিক বিষয়ে

(২য় পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

মাঝপথে সিলেবাস

(শেষ পৃঃ পর)

৭০০, নৈর্বাচনিক বিষয়ে ৩০০ ও ঐচ্ছিক বিষয়ে ১০০ নম্বর নির্ধারিত হইয়াছে। অথচ একই মন্ত্রণালয় এপ্রিলে এক নির্দেশে আবশ্যিক ও নৈর্বাচনিক বিষয়ে ১১০০ এবং ঐচ্ছিক বিষয়ে ১০০ নম্বর নির্ধারণের কথা জানাইয়াছিল। তখন কৃষি শিক্ষা আবশ্যিক বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৯৮ সনে যাহারা এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিবে তাহারা এখন নবম শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষা দিতেছে। তাহাদের কৃষি শিক্ষা ছিল আবশ্যিক। কোর্সের মাঝপথে ঐ বিষয়টি ঐচ্ছিক বিষয় ঘোষণা করায় তাহারা এখন বিপদগ্রস্ত।

ইহাছাড়া একই সঙ্গে বিদ্যালয়গুলিও সমস্যায় পড়িয়াছে। কৃষি শিক্ষা আবশ্যিক ঘোষণার পর বিদ্যালয়গুলি ঐ বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগে বাধ্য হইয়াছিল। যাহারা এতদিন ১২০০ নম্বরের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিল এ নির্দেশের ফলে তাহাদের একটি বিষয় ছাড়িয়া দিতে হইবে। এ ব্যাপারে বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকেরা জানান, কোর্সের মাঝখানে মন্ত্রণালয়ের ঐ নির্দেশ ছাত্র-ছাত্রীদের বিপাকে ফেলিবে। তাহারা বলেন, এখনও শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশ এ ব্যাপারে আসে নাই। ঐ নির্দেশ পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করিব। তাহারা বলেন, বার বার নির্দেশ পরিবর্তনের ফলে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও বিদ্যালয়গুলি শংকার মধ্যে দিন কাটায়।